JAN. 04 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ......

প্রসঙ্গঃ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

ঢাকাসহ সারাদেশের স্কুলগুলিতে ভর্তির মৌসুম শুরু হইয়াছে। ইহা চলিবে জানুয়ারীর চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত। তবে ভর্তির চাপ দেশের সকল স্কুলে সমান নয়। বেশী থাকে যে সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ভাল ফলাফলের সুনাম রহিয়াছে সেখানে। ইত্তেফাকের এক সংবাদে বলা হইয়াছে, ঢাকা শহরের স্কুলগুলিতে ভর্তির তারিখ ঘোষণা করা হইয়াছে। তবে তাহার সকল স্কুলে নয় মাত্র ২৪টি স্কুলে ভর্তির চাপ বেশী। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই সকল স্কুলে ভর্তির ফরম জমা দিতেছে। বলা বাহুল্য, সুনামের দিক দিয়া এই স্কুলগুলি শীর্ষস্থানীয়। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে, এই স্কুলগুলিতে গ্রুপভিত্তিক তিনদিন ভর্তির পরীক্ষা হইবে। এই ব্যবস্থা ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভাল হইয়াছে। তাহারা একই সঙ্গে একাধিক স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইবে। উল্লেখ্য যে, ভর্তি সাধারণত শিশু শ্রেণী ও হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে হইয়া থাকে। দেশের নাগরিককেরা এখন সন্তানদের শিক্ষিত করার ব্যাপারে আগের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, শিক্ষা ছাড়া সন্তানদের উন্নত জীবন লাভের কোন উপায় নাই। ধনাঢ্য পিতামাতার সম্পদ রক্ষার জন্যও সন্তানদেরও শিক্ষা প্রয়োজন। সেজন্য এখন অভিভাবকেরা সাধ্যমত সন্তানদের শিক্ষায় অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তবে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের অভিভাবকদের এ ব্যাপারে সচেতনতা অধিক। তাঁহারা এজন্য শিশু অবস্থায় সন্তানদের একটি মানসম্পন্ন স্কুলে ভর্তি করাইতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনে তাঁহারা সন্তানদের পরীক্ষার জন্য তৈরী করিতে শিক্ষক পর্যন্ত নিয়োগ করে। ভর্তির জন্য তদবির করেন, কেহ কেহ আবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঘুষ এবং প্রতিষ্ঠানে উঁচু অংকের ডোনেশন দেন। তাঁহাদের ধারণা, নামকরা স্কুলে একবার ভর্তি করা সম্ভব হইলে সন্তানটি কম মেধার হইলেও স্কুলের প্রশিক্ষণের উন্নত পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার জন্য পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করিবে।

বস্তুত যে কারণে ঢাকার গুটিকতক স্কুলে ঢাকা শহরের বেশীর ভাগ ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকেরা ভীড় করিয়া থাকেন। স্কুলের এই ভর্তির ব্যাপারটি যে অভিভাবকদের জন্য অত্যন্ত ঝামেলার এবং শিশুদের জন্য অনেকটা নির্যাতনমূলক তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে। উন্নত স্কুলগুলিতে আসন যত তাহার দশ-বিশগুণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির চেষ্টা করে। এই কাজটির জন্য অভিভাবকেরা দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিলেও শিশুদের জন্য তাহা খুবই কষ্টকর। দেশের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও ভর্তি পদ্ধতির জন্য ইহা ঘটিতেছে। অবাক হইতে হয়, বহু স্কুল সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। শিক্ষকেরা পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরীপ্রাপ্ত এবং এক স্কুল হইতে তাঁহারা অন্য স্কুলে বদলিও হন। এই সরকারী স্কুলগুলির প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মান একরকম নয়, ইহার কোনটি উন্নত বিধায় সেখানে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা ভীড় করে। আবার কোনটির মান খারাপ বলিয়া ছাত্র ভর্তির কোটা পূর্ণ হয় না। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের ৮০ শতাংশ সরকার প্রদত্ত এবং তাহার পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান সরকারী লোক বা সরকার মনোনীত। এতদসত্ত্বেও ইহার বেশীর ভাগ স্কুলের মান অত্যন্ত খারাপ। বলার অপেক্ষা রাখে না, ঢাকা শহরসহ সারা দেশের স্কুলের প্রায় ৮০ শতাংশ সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের মান খারাপ বিধায় মাত্র ২০ শতাংশ উন্নত স্কুলের উপর চাপ বেশী। তাই অভিভাবকেরা শিশু-কিশোরদের নিয়া স্কুলে স্কুলে কেবল ভর্তি পরীক্ষায়ই দেওয়ান না; বিশিষ্ট লোকদের নিকট ধর্ণাও দেন, ছাত্র ভর্তির জন্য।

বিশেষ কিছুসংখ্যক স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচন্ড ভীড় প্রমাণ করে বাংলাদেশের স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসন গলদে পরিপূর্ণ। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব। স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া যাইতে পারে। ঢাকা শহরের নিম্নমানের সরকারী স্কুলগুলির প্রশাসনে গতি সঞ্চার করিয়া উন্নত স্কুলগুলির মত শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলে এই স্কুলগুলির মানও উন্নত হইতে পারে। তাহা হইলে বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী এলাকার স্কুল বাদ দিয়া দূরের কথিত ভাল স্কুলে ভীড় করিবে না, ইহা নির্দ্বিধায় বলা চলে। বলা বাহুল্য, ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল রেজাল্ট করার পশ্চাতে স্কুল গৃহ নয়, স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী ও স্কুল প্রশাসনের অবদানই বেশী। বেসরকারী স্কুলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত শিক্ষা ও তাহাদের হয়রানি অবসানের জন্য স্কুলসমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নয়নের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করি। গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনের অধিকসংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কোন কোন স্কুলে ছাত্রসংখ্যা কম, আবার কোন স্কুলে অনেক বেশী। ঢাকা শহরেও তাই। এ সমস্ত কারণে সরকার এ খাতে প্রচুর অর্থ যোগান দেওয়া সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীরা তাহার সুফল পাইতেছে না। কর্তৃপক্ষের উচিত গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া দেখা। ■